দৈনিক ইনকিলাব

DEC. 04 2001

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬ ......

স্বাধীনতা ফোরামের আলোচনা সভায় বক্তাগণ

সন্ত্রাস নির্মূলে প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম স্থগিত করা হোক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'স্বাধীনতা ফোরাম' আয়োজিত 'সন্ত্রাস প্রতিরোধে নাগরিক দায়িত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেছেন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনের জন্যই জনগণ চারদলীয় জোটকে ভোট দিয়েছে। তাই প্রয়োজনে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে সফল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে অন্তত চার/পাঁচ বছরের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম স্থগিত রাখার কথাও ভেবে দেখতে হবে সকলকে। আলোচকগণ সন্ত্রাস দমনে সরকারের 'স্টার্টিং'কে খুবই একটা আশাপ্রদ নয় উল্লেখ করে বলেন, জনগণ আশা করেছিল এতো দিনে সরকার শিপু হত্যাকারী কামাল মজুমদারের ছেলের বিচার কাজ শুরু করবে, আ'লীগ আমলে সংঘটিত সূত্রাপুরের জোড়া খুনের সুরাহা করবে, সজল হত্যা মামলার পুনঃ তদন্তসহ হাজী সেলিম,

৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

সন্ত্রাস নির্মূলে ছাত্র রাজনীতি স্থগিত করা হোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কামাল মজুমদার, ডাঃ ইকবালের মতো সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করবে। কিন্তু বাস্তবে সরকার আশা'র কথা শোনানো ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করেনি। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে স্বাধীনতা ফোরামের সভাপতি আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহর সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ এবং বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাতীয় পার্টির (না-ফি) মহাসচিব কাজী ফিরোজ রশীদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী এমপি, বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা সবুর খান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস। তবে বিগত সরকারের ৫ বছরের শাসনামলে সন্ত্রাস যেভাবে সরকারী প্রশ্রয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আসন গেড়ে বসেছিল তা এক মুহূর্তে নির্মূল করা সহজ কাজ নয়। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অনেক চিহ্নিত আওয়ামী সন্ত্রাসী এখন জার্সি বদল করে বিএনপি সেজে সন্ত্রাস করছে। তিনি এসব সন্ত্রাসীকে সবার আগে গ্রেফতারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আর্থ-সামাজিক কারণে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায়। এ মত ব্যক্ত করলেও ব্যারিস্টার মওদুদ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে,

পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনে দলীয় ক্যাডারের ন্যায় আচরণকারী চিহ্নিত আ'লীগারদের পরিবর্তন প্রক্রিয়া শেষ হলে পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হবে। তিনি সন্ত্রাস নির্মূলে পাড়ায়-মহল্লায় সর্বদলীয় কমিটি গঠনের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ বিগত ৫ বছরে সন্ত্রাস দূর করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে এখন দেশে সন্ত্রাস একটি মারাত্মক সমস্যা উল্লেখ করে বলেন, বিল ক্লিনটন এদেশে সফরে আসার পর তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পুস্তক ছেপে চারদলীয় জোটকে সন্ত্রাসী বানানোর লজ্জাস্কর খবর সকলেই জানেন। সংখ্যালঘু নির্যাতনের নামে তথ্য সন্ত্রাস করছে কোন কোন পত্রিকা বা সাংবাদিক। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনে সাংবাদিক, পুলিশ এবং সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের।

মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, সন্ত্রাস বন্ধ করতে প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর কাজ সরকার ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। তিনি সন্ত্রাস দূর করার ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের আন্তরিকতার উপর জোর দেন।

কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, সন্ত্রাস প্রতিরোধের মূল দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে সন্ত্রাস বন্ধের যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা যদি বাস্তবতার সাথে মিল থাকে তাহলে সে ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে ঢালঢোল পিটানো বন্ধ করে আন্তরিকতার সাথে সরকারকে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।

শহিদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, সন্ত্রাসের জন্য ঢালাওভাবে ছাত্রদের দায়ী করা উচিত নয়। কারণ যারা সন্ত্রাসী তারা ছাত্র হতে পারে না। তাদের আসল পরিচয় সন্ত্রাসী, ছাত্র রাজনীতিক নয়। তিনি বলেন, সন্ত্রাস বন্ধ করার স্বার্থে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার যে প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী করেছেন আমরা তাকে স্বাগত জানাই।

আলহাজ সবুর খান বলেন, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশে সন্ত্রাসের জন্মদাতা আ'লীগ। এদেশে আ'লীগ তাদের স্বার্থে সন্ত্রাসকে লালন পালন করে।